দৈনিক ইনকিলাব

SEP. 1 5 1999

তারিখ ··· SEP. 1 5 1999 ··· AUG. 1 5 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ ·····

বি

তথ্য প্রযুক্তির প্রস

আইডিবি ভব

অলিউল্লা নোমান

তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারে 'সবার জন্য কম্পিউটার' এই শ্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে পক্ষকালব্যাপী কম্পিউটার মেলা ও স্থায়ী কম্পিউটার সিটি। আগারগাঁও আইডিবি ভবনে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে 'কম্পিউটার সিটি'র উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে কম্পিউটার মেলার। চলতি শতকের শেষলগ্নে দেশের তথ্য প্রযুক্তির ইতিহাসে এই বড় ঘটনাটি ঘটল। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে ও আইডিবি'র সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এ কম্পিউটার সিটি। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আইডিবি ভবনের চারতলা জুড়ে প্রায় এক লাখ বর্গফুট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সিটি। এখানে কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ট্রেনিং, ইন্টারনেট সার্ভিস, প্রোভাইডার, কম্পিউটারবিষয়ক প্রকাশনাসহ তথ্য প্রযুক্তির সব উপকরণের ওপর শো রুম থাকবে। এছাড়া গড়ে তোলা হবে সফটওয়্যার টেকনো পার্ক (এসটিপি).। এসটিপিতে প্রতি সেকেন্ডে ১ দশমিক ৯২ থেকে ২ মেগাবাইট স্পিডে হাইস্পিড ডাটা কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা থাকছে। ১৬০টি দোকান বা শো রুম নিয়ে কম্পিউটার মেলা এবং সিটির উদ্বোধন হলেও আগামী সেপ্টেম্বরে মেলা শেষে ১শ'টি শো রুম থাকবে কম্পিউটার সিটিতে। তথ্য প্রযুক্তির ওপর নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সারা বছর থাকবে এখানে।

যেভাবে যাত্রা হলো শুরু ঃ

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) গত বছর ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী কম্পিউটার মেলার আয়োজন করেছিল আইডিবি ভবনে। সপ্তাহব্যাপী এই মেলায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। দেশের ইতিহাসে এ ছিল তথ্য প্রযুক্তির প্রতি মানুষের এক অভূতপূর্ব সাড়া। ৭ দিনব্যাপী মেলার সাফল্য দেখে বিসিএস নেতৃবৃন্দ একটি স্থায়ী কম্পিউটার বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিসিএস নেতৃবৃন্দের এই আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন আইডিবি। ফলে যৌথ আগ্রহের ফসল হচ্ছে কম্পিউটার সিটি।

কম্পিউটার সিটির সুবিধা ঃ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্য প্রযুক্তিকে ঘিরে তরুণ সমাজের মাঝে যে উৎসাহ ও আগ্রহের জন্ম হয়েছে তা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। ক্রমেই বাড়ছে তরুণ সমাজের এই উৎসাহ ও আগ্রহ। আর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাকে সামনে রেখে গড়ে উঠছে নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি শিল্প।

এর বিস্তৃতি ঘটছে দেশব্যাপী। এতদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সুসজ্জিত কম্পিউটার শো রুম থাকলেও ছিল না কোন সুনিয়ন্ত্রিত শপিং

প্রত্যেকটি
এছাড়াও জি
মেলায় মিল
ছেলে-মেয়ে
পণ্য কিনলে
ভাড়া পরিশে

সেন্টার। ফলে
ব্যাপার। কম্পিউটার
স্থানে কম্পিউটার ও
কিনতে পারবে। মু
কোম্পানী থেকে প
জায়গাতেই। দেশ-বি
সিটিতে দোকান নি
কম্পিউটার সিটিতেই
আয়োজন। কম্পিউটা

...-দেবীকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ...ত্যের সংস্পর্শে আসা মাত্র আমারও ...দিনের অন্ধকার জীবন থেকে লালনপ্রীতি ...রিত হয়েছে; বিলম্বে হলেও এ জন্য আমি ...জকে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন বলে অনুভব ...। আর এটাই তো চূড়ান্ত সত্য, 'আল ... ওয়া জাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা ...না জাহুকা।' সত্যের আগমনে বাতিলের ...লুপ্তি ঘটেছে, নিশ্চয়ই বাতিলের বিলুপ্ত ...য়ারই কথা (সূরা বনি ইসরাইল)। ...তএব লালনকে অন্য কারও মাথা থেকে ...ানো যাক না-যাক, আমি যে এই বাতিল

লালনকে নিয়ে সহজে উচ্চতর উপাধি লাভে যারা ধন্য ও উপকৃত– আমার আলোচনা তাদের মধ্যে কষ্ট ও উষ্মার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ইসলামের ন্যূনতম দাবীর প্রশ্নেও এই 'মহিমান্বিত মহাকবির' যে কোন স্থান নেই, এ বিষয়ে তারা অবশ্যই আমার সাথে একমত। মাওলানা মহিউদ্দিন খান 'দারুস সালাম' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইসলামের বিরুদ্ধে বাউলও একটি অন্যতম ফিত্না। ইংরেজরা এদেশে আসার পর নানারকম অপতৎপরতার মত এই জঘণ্য ফিত্নাটিও প্রবলরূপ ধারণ করেছিল।

...টি গুরুতর প্রসঙ্গ ...বং আরো কথা

...হেলিকা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, এটা ...ল্লাহর রহমত। ...লন ফকিরের গান যে শিল্পকর্ম হিসেবে

...ফর

...নবদ্য, এ বিষয়ে তার ঘোরতর কোন ...ও দ্বিমত পোষণ করেন না। এবং কোন ...ন্দেহ নেই, লালনগীতি যে একটি বিশেষ ...নপ্রিয় সঙ্গীত ধারা হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠা

মওলানা সাহেবের কথা সর্বাংশে সঠিক; আর এই নোংরা ফিত্নার প্রতাপান্বিত সম্রাট হল লালন সাঁই।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসিত এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকাল থেকেই মুসলমানদের ক্রোধ, রোষ ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। হিন্দুরা যদিও বৃটিশ শাসনকে সাথে সাথেই স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু মুসলমান বৃটিশ বিরোধিতাকে ফরজ বলে জ্ঞান করেছে;

...আমাকে আমার পূর্বপ্রণয় ও ভূমিকার কারণে ...রকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। এই তিরস্কার আমার ...বিলম্বে হলেও লালনের অশ্লীলতা ও পাপপরিকীর্ণ গানের ...অশেষ রহমতে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছি, এ জন্য ঈষ্যৎ ...সলে এ রকমও ঘটে। মক্কার যে কাফেররা একদা নানা ...ায় যুগ যুগ ধরে অর্ঘ্য নিবেদন করত, তারাই স্বহস্তে ...' দেব-দেবীকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

...ভ করেছে, তারও মূল কারণ, এই গানের ...পরাজেয় সুষমা ও নান্দনিকতা। কিন্তু ...লমানের কাছে নান্দনিকতা একমাত্র ...চার্য নয়। অশ্লীলতা, আল্লাহর প্রতি ...বিশ্বাস, বহু দেবতার আরাধনা, নারীদের ...বলিক প্রপার্টিতে পরিণত হওয়া, যৌনতা, ...গামিতা,– এসবও নান্দনিকতার মোড়কে ...পাটিরূপে পেশ করা সম্ভব। কিন্তু বিষ ...র্ষে এই নান্দনিকতার পেয়ালা ইসলাম ...ভরে প্রত্যাখ্যান করে। যা মানুষকে ...ষ্ট করে অশ্লীলতার দিকে, যৌনতার ...ক, ঈমান ও আখেরাতবিধ্বংসী

এমনকি, বহু প্রভাবশালী আলেম ও সামন্তরাজা দেশকে তখন বিধর্মী কবলিত দারুল হারব ঘোষণা দিয়ে সারাদেশে জিহাদের পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং এরই চূড়ান্তরূপ ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ নামে কথিত সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই সশস্ত্র বিরোধিতার মোকাবিলায় তখন ইংরেজ একেবারে উন্মাদপ্রায়। তারা অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যদল ও কিছুসংখ্যক গাদ্দার ভারতবাসীর সহায়তায় মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রশমিত করেছে